গণভোট সম্পর্কে জনগণকে জানাতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, গণভোটের প্রচার-প্রচারণা বিষয়ে লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রচার, মাইকিং, ব্যানার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন সভা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। গণভোট আসলে কী; তা আমাদের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, জুমার দিনে প্রতিটি মসজিদে গণভোট বিষয়ে প্রচার চালানো যেতে পারে। সামনে বেশ কয়েকটি শুক্রবার রয়েছে। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা যদি জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে জনগণকে গণভোট বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে তা একটি ভালো উদ্যোগ হবে বলে আমি মনে করি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গণভোটের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, স্থানীয় চ্যানেলে প্রচারের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও তৈরি করে জেলা তথ্য অফিসে প্রদান করা হবে। এরপর ইউনিয়নভিত্তিক প্রচার-প্রচারণা শুরু করা হবে, যেহেতু প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রশাসক রয়েছেন। পাশাপাশি শহরের সকল সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে প্রত্যেকটি গ্রামের হাটের দিনে হাটে গিয়ে গণভোটের প্রচার চালানো হবে।

এছাড়াও সকল সরকারি অফিসের নিজস্ব ফেসবুক পেজে প্রচারের জন্য রিলস ভিডিও তৈরি করে গণভোট বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানোর কথা জানান তিনি।

স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক খাতুনে জান্নাতের সঞ্চালনায় এসময় আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর পরিচালক এ জে এম সিরাজুম

মুনীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা গণভোটকে সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা, সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে গণভোট কী, কীভাবে ভোট দিতে হবে তা উপস্থাপন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ পরিকল্পনা

চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপের পরিকল্পনা করেছে চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটি। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা শহরের শুভতারা ভবনে এক সভা থেকে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সভাপতি তৌহিদ হোসেন। সভা উপস্থাপন করেন, কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ সেলিম।

সভায় বক্তারা বলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরে কোনো ফুটপাত নেই। হাসপাতালে চিকিৎসা মেলেনা। হাসপাতালের দেয়ালে দেয়ালে পানের পিক। চারদিকে নোংরা আবর্জনা। পুরো শহর আবর্জনার শহর হয়ে পড়েছে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা যখন তৃতীয় শ্রেণীর পৌরসভা ছিল তখনও এতো নোংরা ছিল না চুয়াডাঙ্গা শহর। আগে শহর পরিস্কার করতে দেখা যেতো। এখন আর দেখা যায় না। শহর দাপিয়ে বেড়ায় অবৈধ যানবাহন। বৈধ যানবাহন ধরে জরিমানা করা হয়। অবৈধ যানবাহন বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। উন্নয়নের তালিকায় সবসময়ই চুয়াডাঙ্গাকে রাখা হয় ৬৪ নম্বরে।

জনগণ, রাজনীতিবিদ, সুশিল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটি। এজন্য যেসব পদক্ষেপ দরকার তা নেওয়া হবে।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান, আবুল কাশেম, আবু বক্কর সিদ্দিক, শাফায়েতুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহজাহান, লিটু বিশ্বাস, নাজিম উদ্দিন, শফিকুর রহমান, লাবলুর রহমান, আছির উদ্দিন, ইকবাল আতাহার তাজ, রেজাওয়ানুর রহমান, অ্যাডভোকেট কাইজার হোসেন জোয়ার্দ্দার ও মানিক আকবর।

“মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গাংনীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন। সেমিনারে নগর উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন গঠনমূলক বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান, গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার মানুষ।

এসময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) আহম্মেদ আকতারুজ্জামান, ব্যাবস্তাপক, মো সাইফুর রহমান, ইয়ারুন নেছা ও পরামর্শক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিদ্যালয়ের পিটিএ কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ আরিফ হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছা: কাজল রেখা।
তিনি বিগত এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতা এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিক-নির্দেশনা দেন।

সভায় আরও আলোচনা হয় বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, টয়লেট ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা, পাঠদান পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধি নিয়ে। এসব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও সমাজসেবক আব্দুর রকিব, মোঃ শহিদুল্লাহ, পিটিএ সদস্য মোঃ মিল্লাত হোসেন এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ হোসনে আরা।

সভাপতি মোঃ আরিফ হোসেন বলেন, “বিদ্যালয়ের উন্নয়ন শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়; এর জন্য অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”

সভা শেষে অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যালয়ের উন্নয়নে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং একটি বাস্তবভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়।

মেহেরপুরে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা

মেহেরপুর পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)-এর সম্মিলিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর প্রেসক্লাবের হলরুমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এবং এফসিডিও’র অর্থায়নে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিএফজি সমন্বয়কারী মুজাহিদ আল মুন্নার সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন্নেসা নয়ন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য নির্বাচিত আহ্বায়ক ও পিস অ্যাম্বাসেডর আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজ উদ্দীন, সাবেক কাউন্সিলর রোকসানা কামাল রুনু, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. আল মাসুম, এডভোকেট আমানুল্লাহ আমান, বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার মুক্তা, জাতীয় পার্টির মামলত হোসেন, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সঞ্জিত পাল বাপ্পিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংবাদিক, ধর্মীয় ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পিএফজি’র গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. খোরশেদ আলম। এমআইপিএস প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন করেন এলাকা সমন্বয়কারী এস.এম. রাজু জবেদ।

এ সময় পিএফজি’র সমন্বয়কারী ও মাঠ সমন্বয়কারী মো. আশরাফুজ্জামান বিভিন্ন রেজ্যুলেশন ও সামষ্টিক কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সভায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, পৌরসভা কেন্দ্রিক পিস ইভেন্ট এবং পিএফবিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পৃথক কমিটি গঠন করা হয়, যারা আগামী দিনে পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি; নিরাপদ সমাজ গড়ি” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তভুক্ত দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের আয়োজনে উপজেলার ০৩ নং ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা, জীবননগর, সিনিয়র সহকারী সার্কেল পুলিশ সুপার মোঃ আবু রাসেল।

এসময় প্রধান অতিথি সিনিয়র সহকারী সার্কেল পুলিশ সুপার মোঃ আবু রাসেল বলেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বিট পুলিশিং। পারিবারিক ও সামাজিক পরিম-লে যে সমস্যাগুলো আপনারা সমাধান করতে পারছেন না তা বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে আপনারা আইনগত ভিত্তির মধ্যে চলে এসে দ্রুত সমাধান পাবেন। দামুড়হুদা থানাকে ০ ৬ টি ইউনিয়নকে ৬ টি বিটে ভাগ করা হয়েছে।

প্রতিটি বিটের বিট অফিসার একজন এসআই। উনার সাথে থাকবেন একাধিক এসএসআই ও দুজন কনস্টেবল। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সাথে কিছু মানুষকে জুড়ে দিয়ে কাজ করা হয়েছিলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের সাথে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নেই। বিট পুলিশিংয়ের একটি আইনগত ফ্রেমের মধ্যে আনা হয়েছে এবং পুলিশই কাজটি করবে। ছোটখাটো সমস্যাগুলো যাতে আপনারা বিটের মাধ্যমে সহজেই সমাধান পেতে পারেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কোথায় যাবেন? কিভাবে যাবেন? কিভাবে প্রতিকার পাবেন? তা অনেকে জানেন না।

বিভিন্ন স্থানে ছুটাছুটি করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন অনেকে। এখন আর ছুটাছটি করতে হবে না। বিটের মাধ্যমে এসব পরামর্শ ও সমস্যার সমাধান করা হবে। বিট পুলিশিংয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমান আইজিপি মহোদয় উঁনি যখন ডিএমপি কমিশনার ছিলেন তখন তিনি ডিএমপি এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম খুব জোরেশোরে চালু করেছিলেন। এটার ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিলো। উঁনি চান এ ধারণা শুধু

ডিএমপিতে না রেখে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে। এর অনেক সুফল আছে।

দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক বলেন, অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ জনগণকে পুলিশের সেবা নিতে অনেক পথ অতিক্রম করে থানায় যেতে হয়। পুলিশের সেবা এখন জনগণের দোরগোড়ায়। দ্রুত যেকোনো ধরনের পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, সমাজকে মাদকমুক্ত করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা এখন অনেকটা মাদকমুক্ত হয়েছে।

আমরা মাদক নিয়ন্ত্রণে কিট নিয়ে আসছি। প্রথমে পুলিশকে পরীক্ষা করা হবে। কোনো পুলিশ সদস্য মাদকাসক্তের তালিকায় আসলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি পুলিশের সহযোগিতা করার আহ্বান রেখে আরও বলেন, আপনাদের সহযোগিতা চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম স্যার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে মাদকমুক্ত করবো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিক-উর রহমান, এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট।

আরও উপস্হিত কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ নেতা মখলেসুর রহমান রিপন,রবিউল হোসেন শুকলাল,আব্দুল কাদের বিশ্বাস,আব্দুল করিম, আলাউদ্দিন, লুৎফর রহমান, সহিদুল হক, শ্রমিক নেতা জামাত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগ যুগ্ম- আহবায়ক শওকত আলী,কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক মেহেদী হাসান মিলন, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার বকুল, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শফিউদ্দিন বাবু, যুবলীগ নেতা আবু জাফর, যুবলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দামুড়হুদা থানার সকল পুলিশ সদস্যবৃন্দসহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সকল গ্রাম পুলিশ সদস্যবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্র তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধসহ জাতির ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আপনারা পেছনের দিকে নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবেন।

আজকের বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে অনেক অবদান সকলের। কিন্তু একটি চক্র বোমা মেরে, মানুষ পুড়িয়ে আন্দোলনের নামে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিলো তা কারো জন্য কাম্য নয়। আপনি যে দলেরই হোন না কেন এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ নিশ্চয়ই কেউ সমর্থন করবেন না। সেই অপরাধ কাজ থেকে সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে স্বাধনীতা বিরোধী শক্তি জামায়াত শিবির আলবদর তারা কিন্তু অপরাধমূলক কাজ থেকে বেরিয়ে আসেনি।

এ আগস্ট মাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হামলার পরিকল্পনা করা হয়। বিশেষ করে জঙ্গি কার্যক্রম। কিন্তু পুলিশের ভূমিকায় জঙ্গি দমন করতে সক্ষম হয়েছে আমরা। পুলিশের সক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়েছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো যাতে আবারও এসব কাজ করে দেশকে পিছিয়ে নিতে না পারে সেদিকে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।